কালের কণ্ঠ

আপডেট : ১৯ মার্চ, ২০২১ ০১:২৫

অমর একুশে বইমেলা উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী

বইমেলায়ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন

সবাইকে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে অমর একুশে বইমেলা ২০২১-এর উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলা একাডেমিতে বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। এ সময় প্রধানমন্ত্রী করোনাভাইরাস মহামারির বিষয়ে আবারও সবাইকে সতর্ক করে বইমেলায়ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান।

প্রতিবছর ফেব্রুয়ারির প্রথম দিন একুশে বইমেলা শুরু হলেও এবার করোনা মহামারির কারণে বইমেলার আয়োজন স্থগিত করা হয়। পরে সংক্রমণ কিছুটা কমে এলে ১৮ মার্চ থেকে মেলা শুরুর সিদ্ধান্ত হয়। বাংলা একাডেমি চত্বর এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের এই মেলা আগামী ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত চলার কথা রয়েছে। তবে করোনা পরিস্থিতি অবনতি হলে মেলা যেকোনো সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আসুন, সবাই মিলে আমরা বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলি। আমাদের আগামী প্রজন্মকেও যেন উৎসাহিত করি। বাংলাদেশকে জাতির

পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ হিসেবে শিক্ষায়, দীক্ষায়, অর্থনৈতিক উন্নয়নে, সাংস্কৃতিক উন্নয়নে, সর্বক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায়বোধে আমরা এই দেশকে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত, সমৃদ্ধ সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলি।'

পাঠকরা যেন বই পড়ার আনন্দ এবং মেলায় ঘুরে ঘুরে বই দেখার আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হয়, সেই চিন্তা থেকেই এই মহামারির মধ্যেও বইমেলার আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান সরকারপ্রধান। তিনি বলেন, 'যাঁরা এখানে আসবেন, অবশ্যই স্বাস্থ্য সুরক্ষাটা মেনে চলবেন।'

সরকার করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকেই এ ভাইরাস মোকাবেলায় ব্যবস্থা নিয়েছিল বলে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে মন্তব্য করে শেখ হাসিনা বলেন, 'এখন কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ভাইরাসটা আবার মারাত্মক আকারে দেখা দিচ্ছে।' টিকা দিয়েই কেউ যেন নিজেকে পুরোপুরি সুরক্ষিত মনে না করেন, সে বিষয়ে সতর্ক করে সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে বলেন সরকারপ্রধান।

প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার সম্পর্কে জ্ঞানের সুযোগ সৃষ্টি করতে বিদেশি সাহিত্য অনুবাদে আরো বেশি মনোনিবেশ করার জন্য বাংলা একাডেমির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'নিজের মায়ের ভাষাকে জানা যেমন দরকার, তেমনি অন্য ভাষা জানাটাও দরকার, সে জন্য অনুবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে জন্য বাংলা একাডেমিকে সব সময়ই আমি অনুরোধ করেছি অন্যান্য দেশের সাহিত্য যেন আমরা জানতে পারি। কারণ সাহিত্যের মধ্য দিয়েই মানুষের জীবনচর্চা জানা যায়, সংস্কৃতি ও ইতিহাস জানা যায়।'

বই পড়ার অভ্যাসকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আখ্যায়িত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'প্রত্যেকের জীবনে বই পড়ার অভ্যাস থাকলে সময় কাটাতেও কষ্ট হয় না। তা ছাড়া এখন মোবাইলসহ বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমেও পড়ার সুযোগ রয়েছে। তবে একটা বই হাতে নিয়ে ও পাতা উল্টিয়ে পড়ার আনন্দটাই আলাদা। যেটা ডিজিটাল ডিভাইসে পাওয়া যায় না। কাজেই বইয়ের আবেদনটা কখনো মুছে যাবে না।'

তিনি বলেন, 'রাজনীতিকরা দিনভর বক্তৃতা করার পর সেখানে কিছুটা মন ছুঁয়ে গেলেও সাহিত্য মানুষের মধ্যে গভীর রেখাপাত করতে পারে। কাজেই, সাহিত্যের মাধ্যমে কোনো বার্তা দেওয়া গেলে সেটা মানুষের মনে দীর্ঘ স্থায়িত্ব লাভ করে।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'সরকারে থাকি আর বিরোধী দলে থাকি এক দিনের জন্য হলেও বইমেলায় যাই। এখন করোনার কারণে যেতে পারছি না। কারণ আমি গেলে এক হাজার লোকের সম্পৃক্ততা হয়। তাদেরও সবার সংক্রমণের কথা চিন্তা করে আমি যাচ্ছি না। তবে আমার মনটা পড়ে আছে সেখানে।'

এ সময় ভাষা দিবস ও ভাষা আন্দোলনের নানা ইতিহাস তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস জানতে জানতে ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পাকিস্তানের গোয়েন্দাদের নানা রিপোর্ট সাত খণ্ডে প্রকাশ করেছি (সিক্রেট ডকুমেন্টস অব ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অব দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান)। এগুলো পড়লেই বোঝা যাবে বঙ্গবন্ধু কিভাবে ছাত্রনেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন, আন্দোলনের সমন্বয় করেছেন।' তিনি বলেন, "এখন অনেকে প্রশ্ন তোলেন, 'বঙ্গবন্ধু জেলে ছিলেন, উনি আবার কবে আন্দোলন

করলেন?’ আমার কথা হলো আসলে উনি জেলে গেলেন কেন? ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ তো তাঁরই পরামর্শে হয়েছে। আর সেই আন্দোলন শুরু হলেই তো তিনি গ্রেপ্তার হন।”

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ। বাংলা একাডেমির সভাপতি শামসুজ্জামান খানের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী এবং সংস্কৃতিসচিব মো. বদরুল আরেফিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর লেখা ‘আমার দেখা নয়া চীন’ গ্রন্থের ইংরেজি ভার্সনের (নিউ চায়না ১৯৫২) মোড়ক উন্মোচন করেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করেন। এবার কবিতায় মুহাম্মদ সামাদ, কথাসাহিত্যে ইমতিয়ার শামীম, প্রবন্ধ/গবেষণায় বেগম আকতার কামাল, অনুবাদে সুরেশরঞ্জন বসাক, নাটকে রবিউল আলম, শিশুসাহিত্যে আনজীর লিটন, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণায় সাহিদা বেগম, বিজ্ঞান/কল্পবিজ্ঞানে অপরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, আত্মজীবনীতে ফেরদৌসী মজুমদার এবং ফোকলোর বিভাগে মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার-২০২০ লাভ করেন।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ জানিয়েছেন, ২৮ দিনব্যাপী বইমেলা ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত চলার কথা থাকলেও করোনা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে মেলাটি যেকোনো সময় বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে। এবারের মেলার মূল প্রতিপাদ্য ‘বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী’।

দর্শনার্থীদের মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশের জন্য কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। সেখানে শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা, হাত ধোয়া ও স্যানিটাইজিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে। বইমেলা সবার জন্য কার্যদিবসগুলোতে বিকেল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এবং সরকারি ছুটির দিনগুলোতে সকাল ৮টা ৩০ মিনিট থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে।

Print

সম্পাদক : শাহেদ মুহাম্মদ আলী,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্রধান কার্যালয় : প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ ও সুপ্রভাত মিডিয়া লিমিটেড ৪ সিডিএ বাণিজ্যিক এলাকা, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০ ও কালিবালা দ্বিতীয় বাইপাস রোড, বগুড়া থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯।
পিএবিএক্স : ০৯৬১২১২০০০০, ৮৪৩২৩৭২-৭৫, বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৮৪৩২৩৬৮-৬৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮৪৩২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮৪৩২০৪৭, সার্কুলেশন : ৮৪৩২৩৭৬। E-mail : info@kalerkantho.com